গাংনীতে হতদরিদ্রদের ঘর বিত্তবানদের বরাতে

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়নের গাড়াডোব গ্রামের বিভিন্ন বিত্তবানদেরকে টাকার বিনিময়ে হতদরিদ্রের ঘর করে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

তাছাড়াও কর্মসৃজন প্রকল্পেও অনিয়ম ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ তুলেছে এলাকার ভুক্তোভোগি দরিদ্র শ্রেনীর লোকজন।

এ নিয়ে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা মো: ওসমান গনি একাধিকবার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে লিখিতভাবে অভিযোগ ছাড়াও মাসিক আইন শৃংখলা মিটিং বিষয়টি তুলে ধরলেও এ বিষয়ে এখনও কোন ব্যাবস্থা নেওয়া হয়নি।

জানা যায়, হতদরিদ্রদের যাদের জমি আছে কিন্তু ঘর নাই বা ঘর করার সামর্থ্য নাই তাদের জন্য সরকার ঘর বরাদ্দ করেছেন। এই প্রকল্পের আওয়তায় গাড়াডোব গ্রামের মেম্বর ও বিএনপি নেতা ফিরোজ অর্থ ও স্বজন প্রীতির মাধ্যমে হতদরিদ্রদের বঞ্চিত করে বিত্তবান ও তার আত্মীয়দের পাইয়ে দিয়েছেন।

গাড়াডোব গ্রামের বিত্তশালী মৃত আবুল হোসেনের ছেলে ব্যবসায়ী আশরাফুল ইসলাম যার ঐ গ্রামে তেল ও সারের দোকান সহ নিজেস্ব ট্রাক্টর রয়েছে জমিও রয়েছে নিজের নামে। এলাকায় সে বিত্তবান হিসেবে পরিচিত। তার নামে হতদরিদ্রের ঘর বরাদ্দ হওয়ায় এলাকাবাসি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

ঐ গ্রামের মাঠপাড়ার আলমের ছেলে আলমগীরকে ঘর দেওয়া হয়েছে। আলমগীরের নিজেস্ব ট্রাক্টর ছিল। তদরিদ্রের ঘর নিজের নামে নেওয়ার জন্য আগে থেকেই ট্রাক্টর বিক্রয় করে দিয়েছেন। অথচ তার বাবা-মা এর নামেও এর আগে বয়স্কভাতা সহ সৌর বিদ্যুৎ দেওয়া হয়েছে। শুধুমাত্র তারা বিএনপি করে বলে রাজনৈতীক বিবেচনা করে বিএনপি নেতা চেয়ারম্যন আখেরুজ্জামান তাকে হতদরিদ্রের ঘর দিয়েছে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করে স্থানীয়রা অভিযোগ করেন।

ফিরোজ মেম্বরের চাচাতো ভাই আবুল হোসেন ঐ মহল্লার প্রধান মাতব্বর সে বেশ স্বচ্ছল তাকেও হতদরিদ্রদের ঘর বরাদ্দ দিয়েছে

বলে জানান ওসমান গনি।

এদিকে গাড়াডোব গ্রামবাসিদের একাংশ উপজেলা চেয়ারম্যান এম.এ খালেকের সাথে দেখা করে এ ধরনের অনিয়ম ও আত্মসাতের বিষয়ে জানান।

উপজেলা চেয়ারম্যান এম.এ খালেক তাদের আস্বস্ত করেন এবং অনিয়মের বিষয়টি তদন্ত করে অবশ্যই ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান।

মেপ্র/ইএম

গাংনীর বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ে নিয়োগ বানিজ্যের অভিযোগ

গাংনীর বাঁশবাড়ীয়াতে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের সভাপতি আনিচুর জামান লুইচের বিরুদ্ধে নিয়োগ বানিজ্যের অভিযোগ উঠেছে। তার এই নিয়োগ বানিজ্য ও দূনীতির কবল থেকে বিদ্যালয়টিকে বাচানোর জন্য উপজেলা নিবাহী অফিসারের নিকট দূূনীতির কবল থেকে বাঁচানোর জন্য আবেদন করলেন প্রধান শিক্ষক।

গত মঙ্গলবার বিকেলে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর এ অভিযোগ করেন প্রধান শিক্ষক মোছা: নাজমুন্নাহার (মুক্ত)।

লিখিত অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি আনিসুজামান লুইচ, বিভিন্ন সময়ে মোটা অংকের অর্থের বিনিময়ে শিক্ষক-শিক্ষিকা হিসেবে নিয়োগ দিচ্ছেন এবং নিয়োগের কোন কাগজপত্র সঠিকভাবে যাছাই-বাছাই করছে না। সঠিকভাবে সিদ্ধান্ত না নিয়ে প্রধান শিক্ষককে কোন প্রকার না জানিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিদ্যালয়ে নিয়ে এসে শিক্ষক-শিক্ষিকা বলে চালিয়ে দিচ্ছেন। প্রতিদিন সকাল হলেই একজন করে নতুন শিক্ষকের আগমন ঘটে।

[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted]-[redacted] [redacted] [redacted] [

জন্য শিক্ষা অফিসারের উপর দায়িত্ব দিয়েছি।

মেপ্র/ইএম

গাংনীতে পুকুরে ডুবে শিশু কন্যার মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কুঞ্জনগর গ্রামে পুকুরে ডুবে মিষ্টি খাতুন (০৪) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বুধবার বিকেলে এঘটনা ঘটে। মিষ্টি খাতুন ওই গ্রামের আলসাধু চালক ইমদাদুল হকের মেয়ে।

স্থানীয়রা জানানা, মিষ্টি খাতুন খেলতে খেলতে পরিবারের চোখ ফাকি দিয়ে বাড়ির পাশর্^বর্তী একটি পুকুর ধারে যায়। দুপুরের দিকে কোন এক সময়ে পুকুরে পড়ে যায়।

পরে বিকেল চারটার দিকে পরিবারের লোকজন খোজাখুজির এক পর্যায়ে পুকুরে ভাসমান লাশ দেখতে পায়। পরে ঘটনাস্থলে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি ওবায়দুর রহমান গিয়ে লাশ উদ্ধারের নির্দেশ দেন।

গাংনী থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি ওবায়দুর রহমান জানান, শিশু কন্যা হারিয়েছে এমন সংবাদে গেলেও ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখি পুকুরে শিশুটির লাশ ভাসমান। মরদেহ উদ্ধার করে কোন অভিযোগ না থাকায় পরিবারের নিকট হস্তান্তর করা হয়।

গাংনী পৌরসভার কর্মকর্তা কর্মচারীদের বিক্ষোভ, কর্মবিরতী

গাংনী পৌরসভার ৫ নং ওয়ার্ড কান্সিলর বাবলুর রহমানের বিরুদ্ধে লাঞ্ছিতর অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ ও অবস্থান ধর্মঘট করে পৌরসভার কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা।

বুধবার দুপুরে গাংনী পৌরসভার গেটে পৌর কর্মকর্তা কর্মচারিরা এ কর্মসূচী পালন করেন।

এ সময় পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলামের সামনে আন্দোলনরত কর্মকর্তা কর্মচারিরা কাউন্সিলরদের বিরুদ্ধে আপত্তিকর শ্লোগান দিলে ৭ নং ওয়ার্ড কাউন্সিল বদরুল ইসলাম বুদু ও ৬ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর নবিরুদ্দিন প্রতিবাদ করেন।

মেহেরপুরের গাংনী পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম সকলকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলেছেন আমার কোন প্রকার দূর্নীতি যদি কেউ প্রমান করতে পারে তাহলে সাথে সাথে আমি আমার চেয়ার ছেড়ে দেব। এক পর্যায়ে কাউন্সিলররা মেয়র আশরাফুল ইসলামকে দায়ি করে অভিযোগ করে সাংবাদিকদের বলেন মেয়রের ইন্ধনে পৌর কর্মচারিরা আমাদের বিরুদ্ধে আপত্তিকর শ্লোগান দিয়েছে।

এ নিয়ে পৌর পরিষদের কর্মকর্তা কর্মচারি ও কাউন্সিলরদের মধ্যে বাকবিতন্ডা শুরু হয়। কাউন্সিলররা আন্দোলনের বিষয়ে পৌর মেয়রকে দায়ি করলে পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম কাউন্সিলরদের অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন তাদের বারবার মাসিক মিটিংএ ডাকলে তারা আসেননা। এদিকে কাউন্সিলররা অভিযোগ করে বলেন আজকে মাসিক মিটিং ছিল বলে এসেছি। কিন্তু মেয়র আশরাফুল ইসলাম মাসিক মিটিং বানচাল করার জন্য কর্মচারিদের ইন্ধন দিয়ে তাদেরকে দিয়ে অহেতুক আন্দোলন করাচ্ছেন।

এদিকে কাউন্সিলরদের অভিযোগ অস্বীকার করে পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম বলেন আমার পৌর সভায় কোন প্রকার দূর্নীতি মেনে নেবনা আমি নিজেও তা করবনা। মেয়রের কথার প্রতিবাদ করে কাউন্সিলররা তার দূর্নীতির কথা সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরেন।

[redacted]

[redacted]

করছেন বলেও জানান স্থানীয় কুষক।

কাশ্মিরী কুল চাষি জুগিন্দা গ্রামের ফরিদ উদ্দীন জানান, থোকায় ধোকায় যে কুল দোল খাচ্ছে সেটি শুধু তারই নয় এলাকার শিক্ষিত ও বেকার যুবকদের কর্ম সংস্থানের দ্বার উন্মোচনে আশা যোগাচ্ছে।

ধন মিয়ার সফলতা দেখে এ বছর প্রায় চাষী উৎসাহিত হয়ে প্রায় পনের বিঘা জমিতে এ কুল চাষ করেছে। তবে তারা এ বছর লাভবান হলে পরের বছর কৃষকের সংখ্যা আরো বাড়তে পারে।

স্থানীয় অন্য এক চাষি আল আমিন হোসেন জানান, তিনি খোজ নিয়ে ফরিদ এর কুল বাগান দেখতে এসেছেন। তিনি পরামর্শ ও কুৃলের চারা সংগ্রহ করে কাশ্মিরি কুলের আবাদ করবেন।

শুধু আল আমিন হোসেন নয়, এলাকার অনেক বেকার যুবকেরা কুল চাষে আগ্রহী হয়ে উঠছেন। কুল চাষে আগ্রহী করতে ফরিদ হোসেন সকলকে পরামর্শ দিয়ে আসছেন।

গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কে এম শাহাবুদ্দিন জানান, অপার সম্ভাবনাময়ী এ কুল চাষ অত্যান্ত লাভজনক। স্বল্প পরিশরে ও স্বল্প খরচে অনেক লাভ করা সম্ভব তাছাড়া এ কুলে পোড়া মাকড়ের আক্রমন নেই তাই কোন প্রকার কীটনাশকের ব্যবহারও হয়না । এতে স্বাস্থ্য ঝুঁকিও নেই।

মেপ্র/ আরপি

মুস্তাকিন বাঁচতে চাই

প্রতিটি মানুষ জন্মের পর কোনো না কোনো স্বপ্ন নিয়ে বাঁচতে চাই। কিন্তু ৩ বছর বয়সী শিশু মুস্তাকিন আলীর বড় কিছু হওয়ার স্বপ্ন নেই। সে শুধু বাঁচতে চাই। জন্ম থেকে ব্যাধি নিয়েই তার পৃথিবীতে আসা।

শিশু মুস্তাকিন মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়নের মহিষাখোলা গ্রামের দিন-মজুর শমসের আলীর ছেলে।

মুস্তাকিনের বাবা শমসের আলী জানান,৪ ছেলে-মেয়ে নিয়ে দিন মজুরের কাজ করে সংসারের খাবার জোগাড় করায় কষ্টকর হয়ে পড়ে। তারপর আমার পরিবারের সবার ছোট মুস্তাকিনের টিউমার রোগের কারণে প্রতিদিন ৪শ টাকার ওষধ কিনতে হয়। আমি যা রোজগার করি প্রতিদিন তার দ্বিগুন টাকা ওষধ কিনতে বিভিন্ন মানুষের কাছে ধার-দেনা করতে হয়।

মুস্তাকিনকে দেশের বিভিন্ন ডাক্তারের কাছে চিকিৎসার জন্য নেয়া হয়েছে। ডাক্তাররা টিউমার অপারেশন করার পরামর্শ দিয়েছেন। অপারেশন করার জন্য কয়েক লাখ টাকা দরকার। তাই দেশের সকল শ্রেণীর মানুষ আমার আদরের টুকরো মুস্তকিনের চিকিৎসার জন্য সহযোগিতা করলে,হয়তো মহান আল্লাহ তাকে প্রাণ ভিক্ষা দেবে।

প্রিয় পাঠক,আপনার সামান্য সহযোগিতায় মুস্তকিনের হাঁসি ফুঁটতে পারে। তাই তাকে সাহায্যে করার জন্য মুস্তাকিনের বাবা শমসের আলীর বিকাশ নং-০১৯৩৬২৮৯৭৩৫

তিন উপজেলার দুটিতে নেই সাব-রেজিস্ট্রার, দুর্ভোগে মেহেরপুরবাসী

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রার বদলি হয়েছেন গত বছরের ২৯ ডিসেম্বর। মুজিবনগর উপজেলায় সাব-রেজিস্ট্রার নেই এক বছর ধরে। আর ১৪ ডিসেম্বর জেলা রেজিস্ট্রার অবসরে গেছেন। এ পদটিও শূন্য। শুধুমাত্র সদর উপজেলায় রয়েছেন একজন সাব-রেজিস্ট্রার। তিনি সদর ও মুজিবনগর উপজেলা অফিস সামলাতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছেন।

শূন্য পদের ফলে গাংনী উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের সকল কার্যক্রম স্থবির। এতে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন জমি কেনাবেচনা ও জরুরী কাজে দলিল উত্তোলন করতে আসা লোকজন। অতিরিক্ত দায়িত্ব কিংবা শূন্য পদ পূরণ না হওয়ায় চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন এখানকার মানুষগুলো। শূন্য পদ পূরণ সাপেক্ষে সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের কার্যক্রম স্বাভাবিক করতে এখন মন্ত্রণালয়ের দিকে তাকিয়ে আছেন

হাজারও ভুক্তভোগী মানুষ।

এদিকে, বেকার সময় পার করছেন দলিল লেখক ও তাদের সহকারীসহ দুই শতাধিক মানুষ।
গাংনী উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিস সূত্রে জানা গেছে, ভৌগলিক দিক থেকে গাংনী উপজেলা মেহেরপুর জেলার অর্ধেক। জনসংখ্যাও এখানে বেশি। ফলে জমি কেনাবেচনার পরিমাণও অনেক। প্রতি মাসে দেড় থেকে দুই হাজার দলিল রেজিস্ট্রি হয়ে থাকে। সর্বশেষ সাব-রেজিস্ট্রার ২৯ ডিসেম্বর বদলি অবস্থায় ৯ হাজার ৯৭৪টি দলিল ভলিউম রেজিস্ট্রির প্রক্রিয়ায় ছিল। ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রায় ৩ হাজার ভলিউম হয়েছে। কিন্তু সাব রেজিস্ট্রারের স্বাক্ষরের অভাবে সেগুলো মলিকদের দিতে পারছে না।

একইভাবে আরও ৬ হাজার ৯৭৪টি দলিল ভলিউম রেজিস্ট্রিারে অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে। সব মিলিয়ে প্রায় ১০ হাজার দলিল হাতে পাওয়ার অপেক্ষায় দিন গুনছেন দলিল মালিকরা।

জমি ক্রেতা পুর্ব মালসাদহ গ্রামের মুক্তার হোসেন বলেন, আমি এক প্রবাসীর কাছ থেকে দেড় বিঘা জমি কিনে রেজিস্ট্রির দিনক্ষণ ঠিক করি। এখন সেই প্রবাসী আবারও বিদেশ চলে যাচ্ছে। এখন জমি রেজিস্ট্রি না হলে আমার জমির মালিকানা অনিশ্চিত। এ অবস্থায় আমার দুশ্চিন্তার সীমা নেই।

গাংনী উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের দলিল লেখক সমিতির সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম বলেন, রেজিস্ট্রি কার্যক্রম বন্ধ থাকায় আমরা ৭০ জন মুহুরী ও ১৫০ জন সহকারী বেকার সময় কাটাচ্ছি। অপরদিকে, ডিসেম্বর মাসে আমাদের সনদ নবায়ন হয়নি। জেলা রেজিস্ট্রার না থাকায় আমাদের দুর্ভোগের কথা বলার জায়গাও নেই।

গাংনী সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের টিসি মহরার আবুল কালাম আজাদ বলেন, প্রতিদিনই দলিল নিতে এসে ফিরে যাচ্ছেন দলিল মালিকরা। সাব-রেজিস্ট্রার না থাকায় আমাদের সকল কাজ স্থবির হয়ে পড়েছে। মানুষের নানা মন্তব্য ও গালমন্দও শুনতে হচ্ছে।

এদিকে, মুজিবনগর ও সদর উপজেলা অফিস সামলাচ্ছেন সাব-রেজিস্ট্রার শফিকুল ইসলাম। সদর উপজেলার দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি প্রতি বুধবার তিনি মুজিবনগরে জমি রেজিস্ট্রি করেন। এতে সদর ও মুজিবনগর উপজেলার মানুষও ভোগান্তিতে রয়েছেন। সময় মতো দলিল রেজিস্ট্রি ও দলিলের নকল না পেয়ে জরুরী কাজ আটকে যাচ্ছে অনেকের।

২০১৩ সাল থেকে মুজিবনগর উপজেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের স্থায়ী কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এখানে প্রতি সপ্তাহে ৬০-৭০টি দলিল রেজিস্ট্রি হয়। ২০১৫ সাল থেকে সাব-রেজিস্ট্রার সাদিকুল ইসলাম তালুকদার ২০১৮ সাল পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। তারপর থেকেই এ পদটি ফাঁকা।

সাব-রেজিস্ট্রার পদায়ন ও বদলি হয় আইন ও বিচার মন্ত্রণালয় থেকে। তাই এ সমস্যা সমাধানে মন্ত্রণালয়ের সুনজর ছাড়া ভোগান্তি লাঘব সম্ভব নয় বলে মনে করেন সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের সংশ্লিষ্টরা।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক আতাউল গনি বলেন, সরকারের কাছে জানানো হচ্ছে। আশা করছি আমাদের এলাকার মানুষের দুর্ভোগের কথা চিন্তা করে দ্রুত শূন্য পদে সাব-রেজিস্ট্রার নিয়োগ দেবেন সরকার।

মেহেরপুর জেলার শ্রেষ্ঠ অফিসার ইনচার্জ গাংনী থানার ওবাইদুর রহমান

মেহেরপুর জেলার শ্রেষ্ঠ অফিসার ইনচার্জ (ওসি) নির্বাচিত হয়েছেন গাংনী থানার ওবাইদুর রহমান।

রোববার (১৯ জানুয়ারি) দুপুরে মেহেরপুর পুলিশ লাইন্স মাঠে অনুষ্ঠিত সব কর্মকর্তা ও ফোর্সের সাপ্তাহিক মাস্টার প্যারেড, মাসিক কল্যাণ ও অপরাধ সভায় জেলার পুলিশ সুপার (এসপি) এসএম মুরাদ আলী এ ঘোষণা দেন।

আদালতের পরোয়ানাভূক্ত আসামি গ্রেফতার, সন্ত্রাস দমন, মাদক ও অপরাধ নির্মূলসহ আইনশৃঙ্খলার উন্নয়নে অসামান্য অবদান রাখায় তাকে ২০১৯ সালের মেহেরপুরের শ্রেষ্ঠ ওসি হিসেবে নির্বাচিত করা হয়।

এসপি এসএম মুরাদ আলীর সভাপতিত্বে সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শেখ জাহিদুল ইসলাম, সহকারী পুলিশ সুপার শেখ মোস্তাফিজুর রহমান রহমান।

এসময় সদর, মুজিবনগর ও জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের ওসি ও বিভিন্ন স্তুরের পুলিশ কর্মকর্তারা ও অন্য পুলিশ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

মেপ্র/ আরপি

গাংনীতে পথরোধ করে শ্রমীকদের উপর হামলায় ৭জন আহত

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ইকুড়ি গ্রামে পথরোধ করে গাংনী ইমারত নির্মাণ শ্রমীকদের উপর হামলা করেছে বলে জানা গেছে।

রবিবার বিকেলে গাংনী-হাটবোয়ালিয়া সড়কের ইকুড়ি নামক স্থানে ঈদগাহের সামনে এ হামলার ঘটনায় ৭জন নির্মাণ শ্রমীক আহত হয়। আহতরা সকলে গাংনী উপজেলার যুগিন্দা গ্রামের বান্দিা।

তারা হলো খাঁ পাড়ার জান মোহাম্মদের ছেলে জাহাঙ্গীর (৩০), মসজিদ পাড়ার মৃত নফছদ্দিনের ছেলে নছরুদ্দিন (৪৫), মৃত আফেল উদ্দিনের ছেলে ছালাম (৪৭), শেখ পাড়ার মৃত কাফিরুলের ছেলে রঞ্জু(৪২), শেখপাড়ারর মৃত এলাহি বক্স’র ছেলে হারুন (৩০),নজরুদ্দিনের ছেলে নাজমুল(১৬) ও জাফের এর ছেলে লিটন (২০)।

আহতরা জানান, চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার হাটবোয়ালিয়া বাজারে একটি বিল্ডিং এর ঢালাই কাজ শেষ করে সকলে ট্রলি করে বাড়ি ফিরছিলো। গাংনীর হেমায়েতপুর বাজার পার হয়ে তাদের সামনে থাকা ইকুড়ি গ্রামের রাইতাল হকের ছেলে রাজা নামের এক ব্যাক্তি বিস্কুট বিক্রয় করা একটি গাড়ি (অবৈধ আলগামন গাড়ি টিন দিয়ে ঘেরা) শ্রমীকদের গাড়ির সামনে থেকে বেপরোয়াভাবে চালিয়ে আসছিল ও হঠাৎ করে বার বার ব্রেক করছিল।

এতে করে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি মটোরসাইকেলও দূর্ঘটনার কবল থেকে অল্পের জন্য বেঁচে গেলেও শ্রমীকদের ট্রলিটি রাস্তার পাশে খাদে পড়ে যায়। ফলে শ্রমীকদের কয়েকজন সামান্য আহত হয় বলে তারা

জানান। এ

ঘটনায় স্থানীয়রা আলগামন চালক রাজাকে বকাঝকা করে। এতে করে সে স্থানীয়দের সাথে বাকবিতন্ডায় জড়িয়ে পড়ে। পরে বিস্কুট বিক্রেতা শ্রমীকদের দেখে নেওয়ার হুমকি দিয়ে ঘটনাস্থল ত্যাগ করে।

নির্মাণ শ্রমীকরা কিছুক্ষণ পর গাংনীর দিকে রওনা দিলে ইকুড়ি গ্রামে ঈদগাহের সামনে রাস্তায় গাছ ফেলে রাজার নেতৃত্বে আট থেকে দশ জন হাতে লাঠি সোঠা নিয়ে তাদের গতি রোধ করে অতর্কিত হামলা করে। এতে ৭জন শ্রমীক আহত হয়। পরে স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসে।

গাংনী ইমারত নির্মাণ শ্রমীক সমিতির সভাপতি হাফিজুল ইসলাম বলেন আমাদের শ্রমীকদের উপর যারা হামলা করেছে তাদের বিচার চাই। এ ব্যাপারে তিনি গাংনী থানায় অভিযোগ করবেন বলে জানিয়েছেন। গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ওবাইদুর রহমান বলেন বিষয়টি শুনেছি। এ বিষয়ে অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেপ্র/ইএম

গাংনী ছাত্রলীগের কমিটি স্থগিত হওয়ায় আনন্দ মিছিল

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের নব গঠিত কমিটিকে স্থগিত ঘোষনা করেছে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ। শনিবার এ সংক্রান্ত একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়।

বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সভাপতি আল নাহিয়ান খান জয় ও সাধারণ সম্পাদক লেখক ভট্টাচার্য স্বাক্ষরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় মেহেরপুর জেলা শাখার অন্তর্গত গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের নব গঠিত কমিটির বিরুদ্ধে বিশৃংখলা সৃষ্টির অভিযোগে উক্ত কমিটির সকল কার্যক্রম স্থগিত করা হলো।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয় তাদের অভিযোগের সত্যতা যাচাইয়ে সোহান

খান ও আরিফুজ্জামান আল ইমরানকে দিয়ে দুই সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়।

ঐ তদন্ত কমিটিকে আগামী সাত (০৭) কার্য দিবসের মধ্যে সুপারিশসহ তদন্ত প্রতিবেদন কেন্দ্রীয় সেলে জমা দেওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়।

এদিকে নতুন কমিটি স্থগিত হওয়ায় গাংনী উপজেলার পদ বঞ্চিত ছাত্রলীগের নেতা কর্মীরা তাৎক্ষনিক ভাবে আনন্দ মিছিল বের করে। সন্ধ্যার দিকে মিছিলটি গাংনী শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে শহীদ রেজাউল চত্বরের ট্রাফিক আইল্যান্ডে এক সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে নেতা কর্মীরা বলেন, এ কমিটি স্থগিত হওয়ার মধ্যে দিয়ে আমাদের আন্দোলন সফলতার মুখ দেখছে।

নেতা কর্মীরা মনে করেন স্থগিত হওয়া কমিটি যেহেতু রাজাকার পুত্র ও জামায়াত বিএনপি পরিবারের পুত্রকে সভাপতি সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে। সেহেতু আমাদের কেন্দ্রীয় নেতারা ঐ কমিটিকে বিলুপ্ত করে নতুন করে আওয়ামী লীগের পরিবার থেকে নেতা কর্মীদের দিয়ে নতুন কমিটি করার সিদ্ধান্ত দেবেন।

মেপ্র/ আরপি